স্বরলিপি

অধিকার

চিত্রের গান

নিবেদন

স্বষ্টির আদিমকাল থেকে সঙ্গীত দিয়ে এসেছে কর্ম্মক্লান্ত মানবমনে তৃপ্তির আস্বাদ, ব্যাথাতুর মনকে সঞ্জীবিত করে এসেছে তার স্বললিত মূর্চ্ছনায়; তাই আজ জীবনের শত কোলাহলের মধ্যেও সঙ্গীতের আসন রয়েছে অটুট।

চলচ্চিত্রের বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য শান্তি-প্রয়াসী এবং সৌন্দর্য্যপিপাসু মানবমনের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করা, তাই সঙ্গীত পেয়েছে তার নিজস্ব স্থান চলচ্চিত্রের মধ্যে।

চলচ্চিত্রের মধ্যে যে সকল গীত ও সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয় তাদের আয়ু হয় অতি ক্ষীণ—যন্ত্রের কবল থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে তারা হয় বিলুপ্ত, তাই মনের মধ্যে যে আত্মতৃপ্তির উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় তাহা পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না—থেকে যায় অসমাপ্ত, চিরন্তন সৌন্দর্য্যপিয়াসী মানব মন পায় আঘাত।

যে সকল সঙ্গীত ও গীত এই আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে গুণগ্রাহীদের অন্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরও পূর্ণ রূপ নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হতে পারে নি—দোষ-ত্রুটির মধ্য দিয়ে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে।

যে কোন কর্ম্মপ্রচেষ্টার পশ্চাতে সত্যকার আন্তরিকতা থাকলে তবেই তা প্রভাবিত করতে পারে মানুষকে—নিউ থিয়েটার্সের প্রত্যেক প্রচেষ্টার পশ্চাতে এই আন্তরিকতা আছে। এই জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয়তার মাপকাঠি এর শিল্পপ্রচেষ্টার কৃতিত্বটুকু নয়, এর আন্তরিকতার গভীরতা। এই কারণে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজিত চলচ্চিত্রের অন্তর্গত গীত ও সঙ্গীতগুলি বদ্ধ গণ্ডীর বাইরে এসে দোষ-ত্রুটির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েও বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে চিত্র-গীত প্রথম প্রকাশিত হয়ে দেশবাসীর মনকে আনন্দ-চঞ্চল করতে সক্ষম হয়েছিল আজও ঘরে ঘরে সেই সকল সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। ছবিগুলি পুরানো হয়ে গেছে সত্য কিন্তু তাদের অন্তর্গত গীতগুলি চিরনূতনরূপে আজও জেগে রয়েছে—সকলের মনে আজও সেই সকল গানের সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

'অধিকার' চিত্রের গীতসম্পর্কে কোন প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন নেই—বাংলার সঙ্গীতপিপাসু নরনারী এর মধ্যে রসপিপাসা পরিতৃপ্তির উপাদান খুঁজে পাবেন নিশ্চয়ই। সঙ্গীত-রচয়িতা অজয় ভট্টাচার্য্য, যে রচনা মাধুর্য্যের জন্য যশস্বী হয়েছেন, তা বর্ত্তমান রচনাগুলিতেও বর্ত্তমান আছে। সঙ্গীত-পরিচালক তিমিরবরণ স্বকীয় প্রতিভার যথাযথ পরিচয়ই দিয়েছেন। তিনি সুরচিত গীতগুলিকে 'বায়োস্কোপের' গান বলে লঘু সুর না দিয়ে তাদের যথার্থ সঙ্গীত শাস্ত্রানুমোদিত সুরে সাজাবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিমিরবাবুর এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে সহায়ক ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও হরিপদ রায়। সর্ব্বোপরি, যার কর্ত্তৃত্বাধীনে সমস্ত ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে বাইরের জগতে শিল্পবস্তুরূপে দেখা দিয়েছে সেই যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পরিচালন কৃতিত্ব অতুলনীয়।

অধিকার চিত্রের গানগুলি যাতে সকলে নির্ভুলভাবে শিক্ষা করতে পারেন এবং শিক্ষকরাও যাতে ছাত্রছাত্রীদের নির্ভুল শিক্ষা দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে গানগুলি সহজ ও সরল স্বরলিপি সমেত প্রকাশ করা হল।

স্বরলিপিকার হরিপদ রায় স্বরলিপি প্রণয়নে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আশা করি সকল পাঠক ও পাঠিকাগণ আমাদের এই সামান্য চেষ্টার সমাদর করবেন। অলমিতি বিস্তারেন।

—সম্পাদক।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি

১। স র গ ম প ধ ন = সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন ঃ স্বরের নীচে হসন্ত এবং উচ্চ সপ্তকের
মাথায় রেফ্।

২। কোমল র=ঋ; কোমল গ=জ্ঞ; কড়ি ম=হ্ম; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ণ।

৩। তাল বিভাগের চিহ্ন পার্শ্বে একটি দাঁড়ি।

৪। তালের একফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে "আই" এই ইংরাজী অক্ষরটি বসে; আর
দুই "আই" বসে।

৫। একমাত্রা=।; অর্দ্ধমাত্রা=ঃ; দুইটি অর্দ্ধমাত্রা=যথা 'সরা'; চারিটি সিকিমাত্রা, যথা 'স

৬। কোন আসল স্বরের পূর্ব্বে যদি কোন অল্পস্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁইয়া যায়
হইলে সেই স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বামপার্শ্বে লিখিত হয়, যথা সরা-সরা। গমকের স্থলে প্রা
স্পর্শমাত্রিক স্বর লাগিয়া থাকে।

৭। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রা সমূহের চিহ্ন একই; স্বরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতাকে বিরাম কহে।

৮। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি। হয় এখানে একেবারে থামিবে, নয় এইখা
অন্য কলি ধরিবে।

৯। পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ অস্থায়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্ন স্বরূপ দুইটি করিয়া "আই" বসে, যথা II।

১০। পৌনরুক্তির চিহ্ন এই { } গুম্ফ বন্ধনী।

১১। পুনরাবৃত্তি ও পৌনরুক্তিকালে কোন স্বরের পরিবর্ত্তন হইলে শিরোদেশে পরিবর্ত্তিত
স্থাপিত হয়।

অধিকার

রচনা - ১৯৩৭

শিল্পী—পাহাড়ী সান্যাল
কথা—অজয় ভট্টাচার্য্য

সুরশিল্পী—তিমিরবরণ
স্বরলিপি—হরিপদ রায়

"যদি বাদল নামে আজি তোমারি নভে"

যদি বাদল নামে
আজি তোমারি নভে
লয়ে চাঁদের আশা
একা জাগিও তবে।

পথ হয়েছে হারা
তবু হয়নি সারা
ভুলি পথের ব্যথা
আজো চলিতে হবে।

যাহা রহিল পিছে
ফিরে চেওনা তারে
নব অলকা পুরী
হের সুদূর পারে।

তব কণ্ঠ আজি
যদি না ওঠে বাজি
শেষ মিলন গীতি
তুমি গেও নীরবে॥

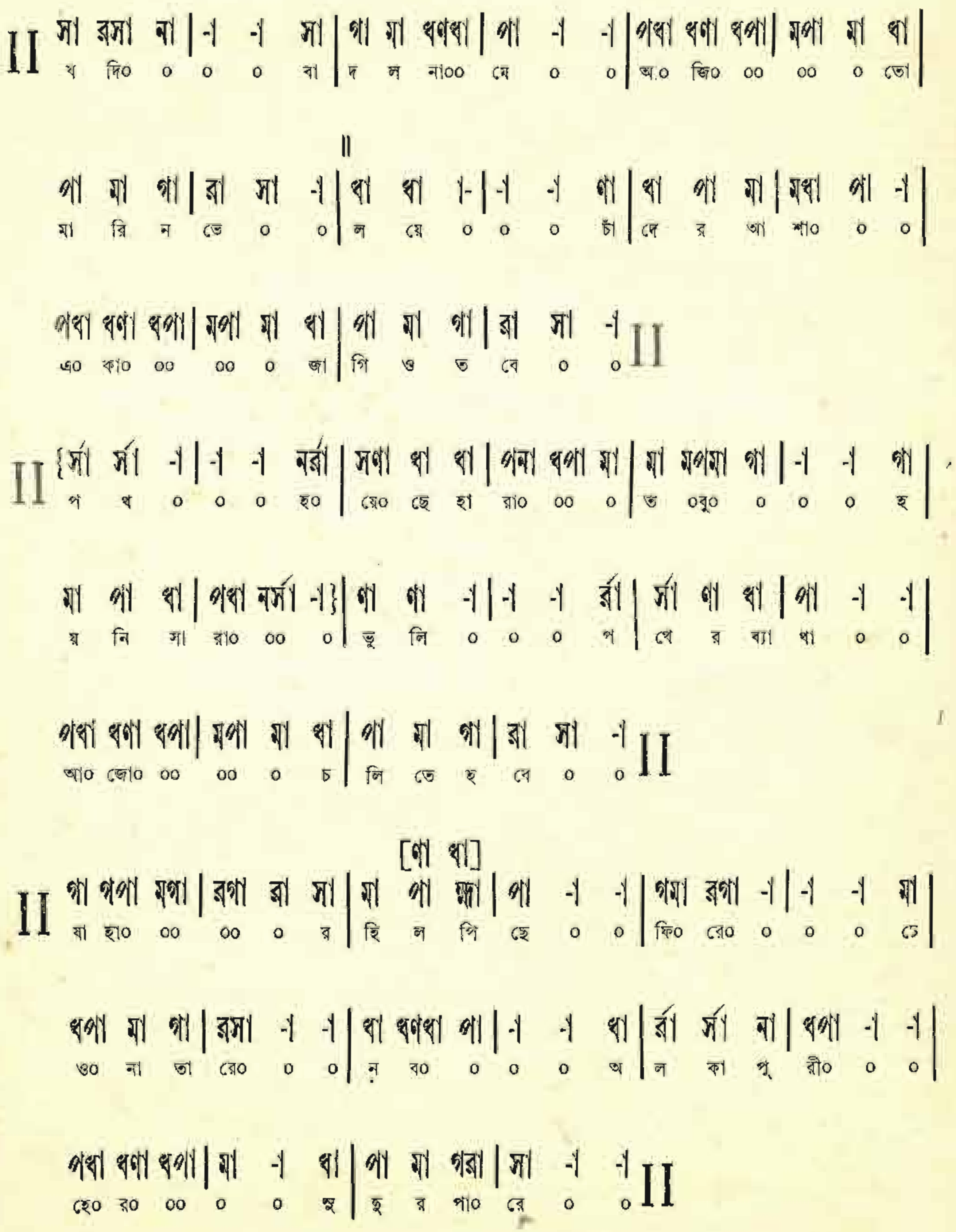

"অধিকার"

রচনা – ১৯৩৭

কথা—অজয় ভট্টাচার্য্য

"ফুলের বুকে গন্ধ সম"

সুরশিল্পী—তিমিরবরণ
স্বরলিপি—হরিপদ রায়

ফুলের বুকে গন্ধ সম
লুকিয়ে আমি থাকব না।

সব হারাবার আনন্দ আজ
সরম দিয়ে ঢাকব না।

যে পথে ঐ চাঁদ ওঠেরে
বাব্‌লা বনের ফাঁকে
সে পথ আমায় ডাক দিয়েছে
মন ভোলানো ডাকে
একলা চলার গভীর সুখে
কাউকে সাথে ডাক্‌ব না।

যে পথে ঐ রাখাল চলে
ধেনু চরে বনে
সেই পথেরি বাঁশী বাজে
আমার দেহে মনে
মনের বাঁধন খুল্‌লো যদি
বাইরে বাঁধন রাখব না॥

———

ধপা মা | -া -া মা | পা র্সা না | র্সা -া -া | র্সা নর্সা র্রা | -া -া র্সা |
বo o o o ক | ন্ ঠ আ জি o o | য দিo o o o না |

পা ণপা | পা -া -া} | ধপা মা -া | -া -া মা | মপা পা পা | মপা ণর্সা র্রা |
ঠে বাo জি o o | শেo ষ্‌ o o o মি | লo ন গী তিo oo o |

ধা পা -া | -া -া ধা | পা মগা রগা | রসা -া -া IIII
হুo যি o o o গে | ও নীo রo বেo o o

II মা ধা র্সা ধা | র্সা -া -া -া | না র্সনা ধা মা | ধা -া -া -া | -া না না র্রা | না -া ধা -া |
ফু লে র বু কে o o o | গ ন্ ধ স ম o o o | o লু কি যে আ o মি o |

-া পা ধা ধপা | মা -া -া -া | -া সা মা মা | মা -া মা -া | -া ধা পধা র্সণা | ণধা পধা পা -া |
o থা ক বo না o o o | o স ব হা রা o বা র | o আ নo ন্o দo oo আ জ |

-া পা ধা ধা | র্সা র্সা র্রা -া | -া র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্সা ধা পা -া II
o স র ম দি o য়ে o | o ঢা ক বো না o o o

II {-া ধা -া পা | ধা পা মগা রসা | -া রা মা মা | মা পা পা -া | -া পা ধা র্সা | র্সা র্রা র্সর্রা র্গা |
o যে o প থে o ঐo oo | o চাঁ দ ও ঠে o রে o | o বা ব্ লা ব o নেo র |

র্রা -া র্সা -া | -া -া -া -া} | -া না র্সা -া | -া না র্সা -া | -া না -া র্সা | ণধা পগা পা -া |
ফাঁ o কে o o o o o | o সে প থ o আ মা য় | o ডা ক দি য়েo oo ছে o |

(পর্সা নর্সা ধনা পধা)

{-া গা -া মা | পা -া পধা নর্সা | না -া ধা -া | -া -া -া -া} | -া র্রা র্রা র্রা | র্রা -া র্গর্রা র্রা |
o ম ন্ ভো লা o নোo oo | ডা o কে o o o o o | o এ ক্ লা চ o লাo র |

-া ধা র্সা র্রা | র্সর্রা র্গর্রা র্সা -া | -া র্সা র্সা র্সা | র্সা -া ধা -া | -া পধা ণধা পা | মা -া -া -া |
o গ ভী র সুo oo খে o | o কা উ কে সা o থে o | o ডাo ক্ ব না o o o |

-া গমা পমা গা | রা -া -া -া II
o ডাo ক ব না o o o

II পা পা পা -া | -া -া পা -া | পা দা র্সনা দা | পা -া -া -া | গা পা -া পা | ধণা ধণা ধা পা |
যে প থে ০ ০ ০ ঐ ০ | রা খা ন০ চ লে ০ ০ ০ | ধে হু ০ চ রে০ ০০ ০ ০ |

গা -া পা -া | -া -া পা ধা | ধা র্সা র্সা ধনা | র্সা -া -া -া | নর্সা না ধনা ধা | পা -া -া -া |
ব ০ নে ০ ০ ০ সে ই | প থে রি বাঁ০ শী ০ ০ ০ | বা০ ০ ০০ ০ জে ০ ০ ০ |

গা পা পা -া | -া -া ধা না | নধা পধা পা -া | -া -া -া -া | গা পা পা -া | -া -া ধা না |
আ মা র ০ ০ ০ দে হে | ম০ ০০ নে ০ ০ ০ ০ ০ | আ মা র ০ ০ ০ দে হে |

নধা পধা পা -া | -া -া -া -া | র্রা র্রা র্রা ণর্সা | র্রা -া -া -া | ণা র্সা র্জ্ঞা র্রা | র্সা ণা ধা পা |
ম০ ০০ নে ০ ০ ০ ০ ০ | ম নে য়ি বাঁ০ ধ ন্ ০ ০ | খু লি ল য দি ০ ০ ০ |

পা পা পা ধপা | মা -া -া -া | -া পা -া ধা | র্সা নর্রা র্সা -া | ণা ণা ধপা ধা | পমা -া -া -া |
বা হি রে বাঁ০ ধ ন্ ০ ০ | ০ রা খ্ ব না ০০ ০ ০ | বা হি রে০ বাঁ ধ০ ন্ ০ ০ |

-া পা -া ধা | র্সা -া -া -া IIII
০ রা খ্ ব না ০ ০ ০

বৈশাখ - ১৯৩৭

"কোথা সে খেলা ঘর"

কথা—অজয় ভট্টাচার্য্য

সুরশিল্পী—তিমিরবরণ
স্বরলিপি—হরিপদ রায়

কোথা সে খেলা ঘর বিজন নদী তীরে
সে পথ খুঁজি একা আকুল আঁখি-নীরে।
সেথা যে তুমি শুধু আমার সাথী ছিলে
মালিকা দেয়া ছলে পরাণ মোরে দিলে
সরম রাঙা হয়ে চাহিলে মালা ফিরে
বাহিরে মায়া রাতি বাড়িল ধীরে ধীরে।

তোমার মুখে ছিল শতেক শশী আঁকা
কাজল কেশে ছিল মেঘের ছায়া মাখা
তুলিয়া বনফুল অলকে দিনু যবে
লুকালে কোথা হায় সজল কলরবে
কেমনে ধরি রাখি বনের হরিণীরে!

ফুরাল রূপকথা স্বপন মণি গাঁথা
কিশোর লীলাশেষ কিশোর হিয়া আছে
পুতুল খেলা নাই পুতুল প্রিয়া আছে
রঙিন পাখা মেলি সেদিন গেল চলি
গোধূলি বেলা তাই পিছনে চাহি ফিরে॥

———

II {-া সা সধ্া সরা | সা সপা পা গা | রা গা মা মগা | রা রা রা সরগমা |
০ কো থা০ সে | খে লা০ ঘ ০ | ০ ০ ০ র | ০ বি জ ন০০০ |

গা গমগা রসা সা} ‖ -া পা পা পা | পনা না না ধনা | ধপা ধা পা গপপা |
ন দী০০ তী০ রে | ০ সে প থ | খুঁ০ জি এ কা০ | ০০ আ কু ল০০ |

গা রগমগা রা সা II
আঁ খি০০০ নী রে

II {-া পা পা ধনর্সা | ধা র্সা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা র্সা | র্রা র্সা র্সা নর্রর্সা |
০ সে থা যে০০ | তু মি শু ধু | ০ আ মা র | সা থী ছি লে০০ |

-া র্সা র্সা র্সর্রর্গা | র্সা র্গা র্গা র্রর্গা | র্রসা র্রা র্সা নধা | র্রর্সা না ধা পা} |
০ মা লি কা০০ | দে য়া ছ লে০ | ০০ প রা ণ০ | মো০ রে দি লে |

-া পা পা পা | না ধা পা পা | -া জ্ঞা পজ্ঞা রা | রগা পা গপমা গা |
০ স র ম | রা ঙা হ য়ে | ০ চা হি০ লে | মা০ লা ফি০০ রে |

-া গা গা রা | গা র্গা র্গা র্গা | -া র্রর্গা র্গর্রা র্রর্সা | র্রা র্রা র্সা র্সা II
০ বা হি রে | মা য়া রা তি | ০ বাঁ০ ড়ি০ ল০ | ধী রে ধী রে

II -া গা গা গা | গা গা গা গা | - গা রগা রসা | রা সা ধ্া প্া |
০ তো মা র | মু খে ছি ল | ০ শ তে০ ক০ | শ শী আঁ কা |

-া রা রা রা | রা রা রা গরা | সন্‌ধ্া ধ্ন্া ন্রা রা | গা রগমা গরা সা |
০ কা জ ল | কে শে ছি ল০ | ০০০ মে০ ঘে০ র | ছা য়া০০ মা০ খা |

রচনা - ১৯৩৭

কথা—অজয় ভট্টাচার্য্য

"দুঃখে যাদের জীবন গড়া"

সুরশিল্পী—তিমিরবরণ
স্বরলিপি—হরিপদ রায়

দুঃখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কিরে!
হাসবি তোরা বাঁচবি তোরা মরণ যদি আসেই ঘিরে।
অন্ধকারের শিশু তোরা আলোর তৃষায় মিছেই ঘোরা
আপন হৃদয় জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বাল্‌বি সবার প্রদীপটিরে।

তোদের প্রাণে বন্দী হয়ে কাঁদে ভুখা-ভগবান
মুখে তবু খেলার বাঁশী যখন বুকে রয় পাষাণ
হেলায় হেঁসে নিলি মরণ তাইত মরণ পেলো লাজ
ধূলির সাথে মিশে তোরা সোনার মত হলি আজ।

এবার যেরে প্রভাত আসে রাতের আঁধার গেল টুটে
ভোরের আলোর তিলক পরে বাহির পানে আয়রে ছুটে
দুঃখ তোদের জয়ের মালা দুঃখ হল মুকুট শিরে
বাঁধন হল হাতের রাখী মুক্তি এলো নয়ন-নীরে ॥

II সপা পা পমা জ্ঞা | পা -া -া -া | জ্ঞরা মজ্ঞা সজ্ঞা ঋা | সা -া -া -া |
দু ঃ খে০ যা দে ০ ০ র | জী০ ব০ ন০ গ | ড়া ০ ০ ০ |

দ্া সা -া রা | জ্ঞা -া মা পা | জ্ঞা পা মা জ্ঞরা | সা -া -া -া ‖
তা দে র আ | বা ০ ০ র | দু ঃ খ কি০ | রে ০ ০ ০ |

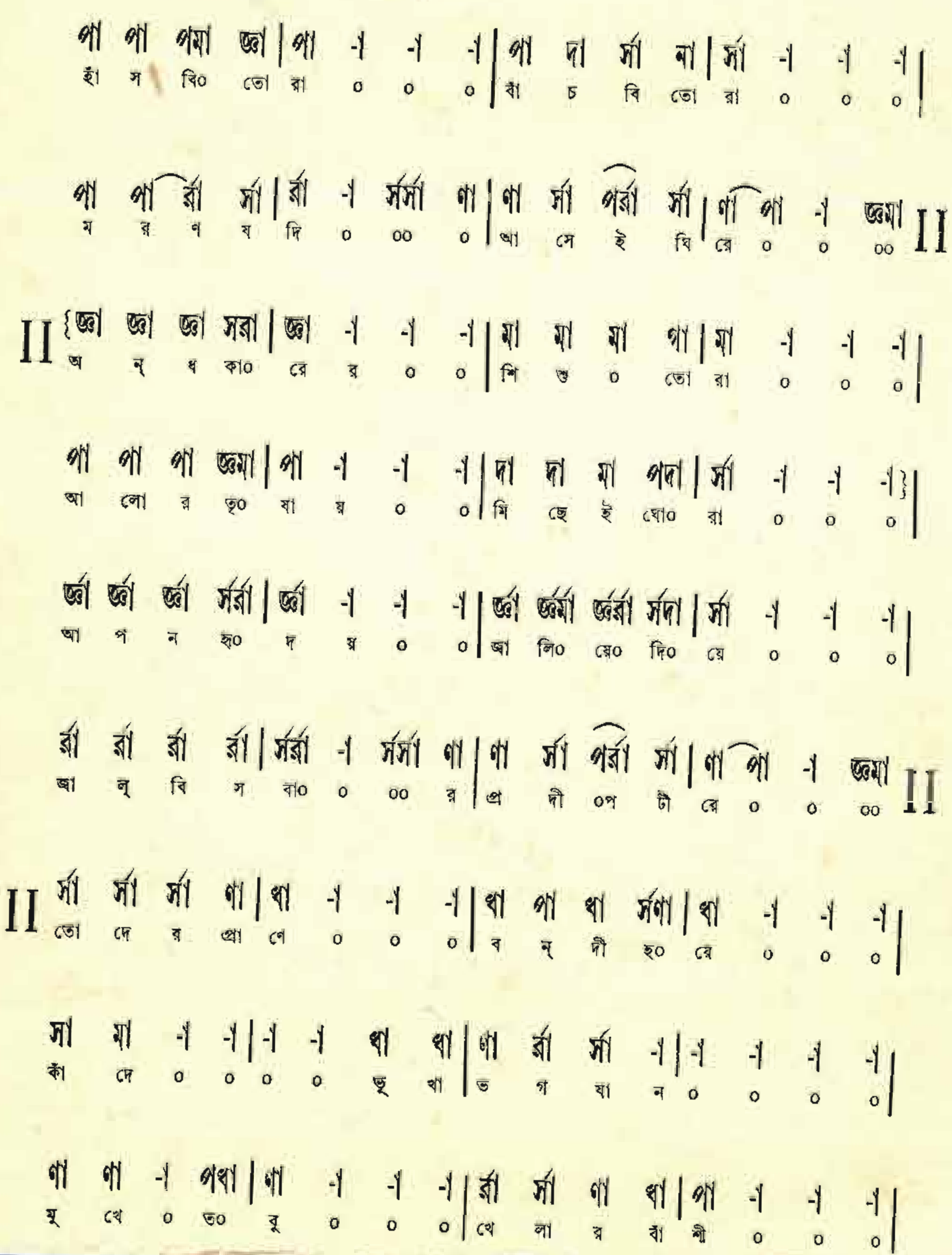

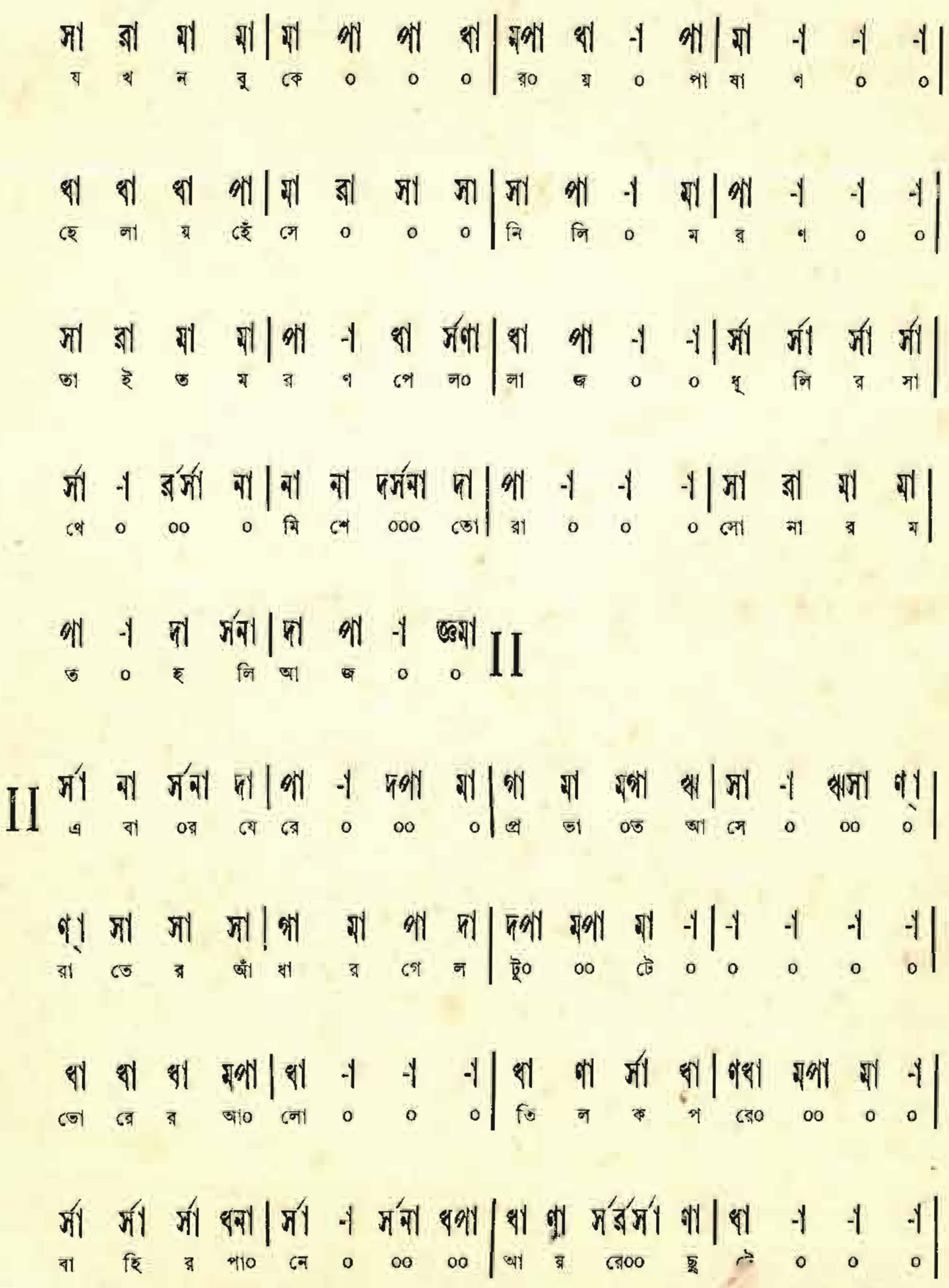
যখন বুকে রয় পাষাণ
হেলায় হেঁসে নিলি মরণ
তাই ত মরণ পেল লাজ ধূলির সা
থে মিশে তো রা সোনার ম
ত হলি আজ
এবার যেরে প্রভাত আসে
রাতের আঁধার গেল টুটে
ভোরের আলো তিলক পরে
বাহির পানে আর রে ছুটে

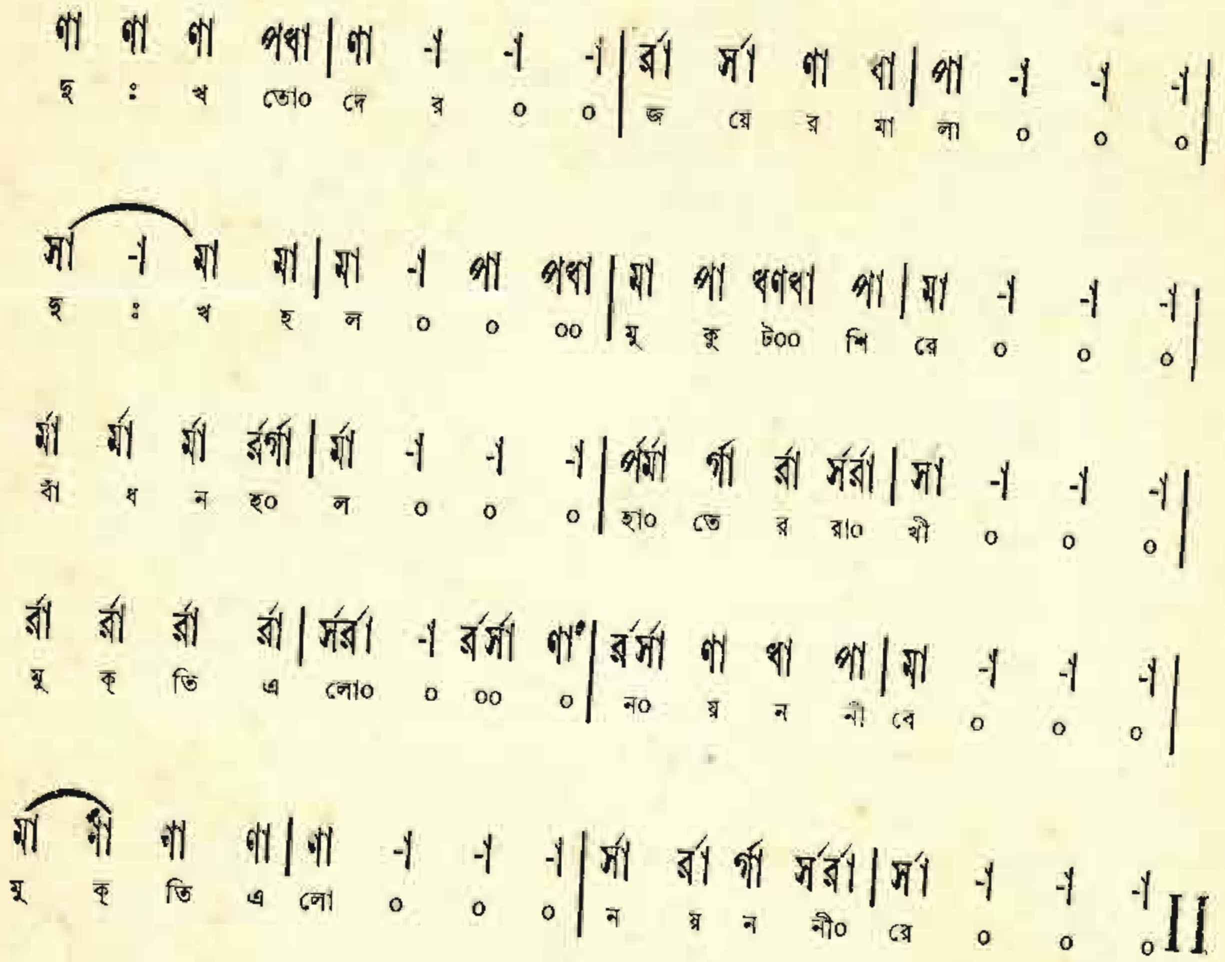
দুঃখ তোদের জয়ের মালা
দুঃখ হল মুকুট শিরে
বাঁধন হল হাতের রাখী
মুক্তি এলো নয়ন নীরে
মুক্তি এলো নয়ন নীরে

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড, ১৭২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কালিকা প্রেস লিমিটেড, ২৫, ডি, এল্‌, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।